দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ১১ ... কলাম ... ৪ ...

মংলায় পানির কষ্টে বিশ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী

■ মংলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

মংলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পানির ট্যাংক নেই। দীর্ঘ পাঁচ মাস বৃষ্টি না হওয়ায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ট্যাংক আছে সেগুলোও পানিশূন্য। ফলে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে অবস্থিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে সুপেয় পানির জন্য কষ্ট পেতে হচ্ছে।

মংলাবাসীর অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সুপেয় খাবার পানির। সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার টিউবওয়েলগুলোতেও লবণ পানি ওঠে। এ কারণে এখানকার জনগণকে বর্ষা মৌসুম ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় বাধ্য হয়েই পুকুরের পানির মাধ্যমে খাবার পানির চাহিদা মেটাতে হয়। বর্ষা মৌসুমে এ অঞ্চলের মানুষ বৃষ্টির পানি ট্যাংকে ধরে রাখে। তবে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারেরই পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ধরে রাখার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই।

উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অফিস সূত্রে জানা গেছে, মংলা উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৮টি আর মাদ্রাসা রয়েছে ১৩টি। পৌরসভাসহ উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের ৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে মাত্র ২৩টিতে। বাকি ৪৯টিতে কোনো ব্যবস্থাই নেই। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পৌরসভাসহ তিন ইউনিয়নে। সোনইলতলা ইউনিয়নের ৭টি প্রতিষ্ঠানের একটিতেও পানির ট্যাংক নেই। মিঠাখালী ইউনিয়নের ১৫টির মধ্যে ১১টি, চিলা ইউনিয়নের ১৩টির মধ্যে ১১টি ও পৌরসভায় ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭টিতে কোনো পানির ট্যাংক নেই। অন্যদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৮টির মধ্যে পানির ব্যবস্থা আছে ২০টিতে আর ১৩টি মাদ্রাসার মধ্যে আছে আটটিতে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে যে পানির ট্যাংক আছে সেগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ডভিশনের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত হয়। সরকারি উদ্যোগে কোনো ট্যাংক নির্মিত হয়নি।

শিরিয়া বেগম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওবায়দুল ইসলাম বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো পানির ট্যাংক নেই। প্রতিদিনই আমাদের ২শতাধিক বাচ্চার জন্যে ৪০ লিটার করে পুকুরের দূষিত পানি কিনতে হয়। ২০ লিটার এক পাত্র পানি কিনতে হয় ৩০ টাকা দিয়ে। সরকার যদি আমাদের এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাকা পানির ট্যাংক নির্মাণ করে দিতো তাহলে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যেতো। আর এতে শুষ্ক মৌসুমে পানির কষ্ট কম হত।

মংলা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুন্নাহার ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা বেগম বলেন, লবণ পানি অধ্যুষিত মংলার সুপেয় পানির কষ্ট উপজেলা জুড়ে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিবারগুলোতে প্রতিবছরই কিছু কিছু পানির ট্যাংক বিতরণ করে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্যাংক বিতরণও হয় না, বড় ও স্থায়ী আকারের পাকা ট্যাংকও নির্মাণ হয় না।

মংলা উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী এমএ কায়েস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানির ট্যাংকের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্যে ট্যাংক নির্মাণের কোনো বরাদ্দ আমাদের নেই। এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পানির কষ্ট দূর করার জন্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ হাজার লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পানির ট্যাংক নির্মাণের জন্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।